



মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশ ৩০ মার্চ ২০২২

প্রকাশনায়:

১। জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন তরফদার, যুগ্মসচিব (কোঃ এ্যাফেঃ), বিদ্যুৎ বিভাগ।

২। জনাব মোহাম্মদ শাকিল খান, সহকারি পরিচালক, পাওয়ার সেল।

সার্বিক সহযোগিতায়:

১। জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর, সিস্টেম এনালিস্ট, বিদ্যুৎ বিভাগ।

সূচীপত্র

১.০। পটভূমি	১
২.০। উদ্দেশ্য	২
৩.০। গৃহিত উদ্যোগ	২
৪.০। প্রধান কার্যক্রম	৩
৫.০। অর্জন	৭
৬.০। প্রভাব	১১
৭.০। উপসংহার	১৪
চিত্র ১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২১ মার্চ, ২০২২ তারিখ শতভাগ বিদ্যুতায়নের ঘোষণা	২
চিত্র ২: বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি বহুমুখীকরণ	৩
চিত্র ৩: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১০টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের উদ্বোধন	৪
চিত্র ৪: বাগেরহাট সদর উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন	৫
চিত্র ৫: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সারাদেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন ঘোষণা অনুষ্ঠান	৬
চিত্র ৬: মিনিগ্রিড এলাকার গ্রাহকদের জন্য গ্রিড এলাকার সমহারে বিদ্যুৎ ট্যারিফ নির্ধারণের উদ্যোগ	৭
চিত্র ৭: বছরভিত্তিক বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি	৯
চিত্র ৮: ৭টি জেলা ও ২৮টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন	১০
চিত্র ৯: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন	১১
চিত্র ১০: ১০টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন ঘোষণা অনুষ্ঠান	১২
চিত্র ১১: পটুয়াখালীর পায়রায় সর্বাধুনিক ১৩২০ মেগাওয়াট আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন	১২
চিত্র ১২: বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষে 'স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২২' গ্রহণ	১৩
চিত্র ১৩: 'স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২২' বিদ্যুৎ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী (প্রধানমন্ত্রী)-র নিকট হস্তান্তর	১৪
ছক ১: বছরভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিমাণ	৮

১.০। পটভূমি

১.১। যে কোন দেশের আধুনিকায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ একটি অপরিহার্য অনুষ্ণ। ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর সরকার বিদ্যুৎখাতে বিদ্যমান সমস্যা ও ব্যাপক ঘাটতি দূরীকরণসহ এখাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিভিন্ন মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী, দূরদর্শী সিদ্ধান্ত, সঠিক দিক-নির্দেশনা ও নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিগত বার বছরে বিদ্যুৎখাতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি শিল্প-কলকারখানা, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আইসিটি ব্যবহারে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ায় মানুষের গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। এ সাফল্যের পিছনে বিদ্যুৎখাতের অবদান অনস্বীকার্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে “গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব” কে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। দেশের প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়া তারই একটি অনুষ্ণ। তাছাড়া তিনি ১৯৭৫ সালে প্রকৌশলীদের এক সভায় বলেছিলেন দেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে বিধায় বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বার্থে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়া বাঞ্ছনীয়। এলক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষমতায় এসে বিদ্যুৎখাত সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর পরবর্তিতে ২০০৯ সালে আওয়ামীলীগ সরকার দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদানপূর্বক ২০২১ সালের মধ্যে সারাদেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করার জন্য ‘শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ’ কর্মসূচি গ্রহণ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী ইশতেহারে “আমার গ্রাম-আমার শহর” কর্মসূচিসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানিখাতের উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী সিদ্ধান্ত, সাহসিকতা ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগসহ এর অধিনস্ত সংস্থা/কোম্পানিসমূহের নিরলস কার্যক্রমের মাধ্যমে মুজিব বর্ষের মধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয় এবং প্রধানমন্ত্রী ২১ মার্চ, ২০২২ তারিখ পটুয়াখালীর পায়রায় সমগ্র বাংলাদেশ শতভাগ বিদ্যুতায়িত হিসেবে ঘোষণা প্রদান করেন।

১.২। সরকার মুজিববর্ষের মধ্যে সারাদেশের দ্বীপাঞ্চল ও চরাঞ্চলসহ সকল এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। এ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ ‘শতভাগ বিদ্যুতায়নের কর্মপরিকল্পনা’ প্রণয়ন করে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ০৬(ছয়)টি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি তাদের নিজ নিজ ভৌগোলিক এলাকার আওতাধীন প্রায় সকল স্থানে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিয়েছে। যার ফলে বর্তমানে দেশের শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন দূরবর্তী অফগ্রিড এলাকা যেখানে নিকট সময়ে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানো একপ্রকার অসম্ভব হিসেবে বিবেচিত ছিল সেসকল এলাকার ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট এখন সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকারে নিমজ্জিত না হয়ে বরং বিদ্যুতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়। মূলত ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর সরকার বিদ্যুৎখাতে বিদ্যমান সমস্যা ও ব্যাপক ঘাটতি দূরীকরণসহ এখাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিভিন্ন মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার ফলে বিদ্যুৎখাত আজ এপর্যায় পৌঁছেছে। দেশের যেসকল এলাকা একসময় সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনিগ্রিড কিংবা কেরোসিনের কুপি বাতির মাধ্যমে আলোর চাহিদা মেটাতো সেখানে এখন

পৌছে গেছে এলইডি লাইট, ফ্যান, টিভি, ফ্রিজ, এসিসহ বিদ্যুতের সকল আধুনিক সুবিধা। এসকল অঞ্চলে বর্তমানে রিভার ক্রসিং টাওয়ার, সাবমেরিন কেবলসহ বিভিন্ন অত্যাধুনিক উপায়ে পৌছে দেয়া হয়েছে বিদ্যুৎ।

২.০। উদ্দেশ্য

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সারাদেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম গ্রহণের মূখ্য উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:

- সংবিধানের আলোকে দেশের সকল জনগণের জন্য সমান সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শহর, বন্দর, গ্রামভেদে দেশের সকল এলাকায় বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করা;
- সারাদেশের দ্বীপাঞ্চল ও চরাঞ্চলসহ মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন দূরবর্তী অফগ্রিড এলাকার জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা;
- গ্রাম-গঞ্জের অধিবাসীদের আর্থিক কর্মকাণ্ডে গতি আনয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ এবং শহরের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মধ্যে ভারসাম্য আনা;
- দেশের সকল জনসাধারণকে একই মূল্যে বিদ্যুৎ প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহারে বৈষম্য হ্রাস করা;
- দেশের সর্বত্র বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছে দেয়ার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে গতিশীল করা ইত্যাদি।



চিত্র ১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২১ মার্চ, ২০২২ তারিখ শতভাগ বিদ্যুতায়নের ঘোষণা

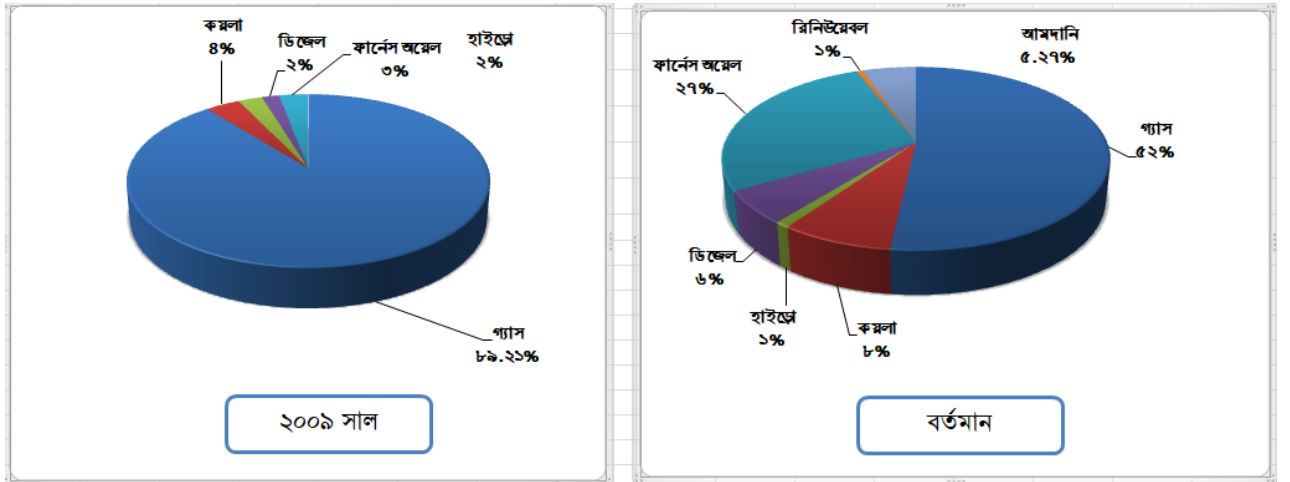
৩.০। গৃহিত উদ্যোগ

- ১৯৯৬ সালে আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে গৃহিত বিদ্যুৎখাত সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক “সারা দেশের পার্বত্য অঞ্চল, দ্বীপাঞ্চল ও চরাঞ্চলসহ সকল এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত রোডম্যাপ (কর্মপরিকল্পনা)” প্রস্তুতকরণ;
- রোডম্যাপ-এর আলোকে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে সারাদেশের দ্বীপ/চর/পার্বত্য অঞ্চলের অফগ্রিড পকেটসমূহ নির্ধারণ;
- বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ;

- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ আইন) সহ বিভিন্ন আইন, বিধি ও নীতিমালা যেমন: প্রত্যন্ত এলাকায় পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেম ফান্ড (RAPSS) নির্দেশাবলী, নেট মিটারিং গাইডলাইন প্রভৃতি প্রণয়ন;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দেশের সকল এলাকার গ্রাহকের জন্য একই মূল্যে বিদ্যুৎ প্রদানের ঘোষণা;
- বিদ্যুৎ খাতের জন্য বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা হিসেবে পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি)-২০১০, ২০১৬ প্রণয়ন;
- কাবিখা/কাবিটা প্রকল্পের আওতায় প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের মধ্যে সোলার হোম সিস্টেম বিতরণ;
- বিদ্যুৎ সঞ্চালন, বিতরণ ক্ষমতার বর্ধন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে গ্রাহক প্রান্তে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ;
- দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল, দ্বীপাঞ্চল ও চরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে রিভার ক্রসিং টাওয়ার, সাবমেরিন কেবল ও সোলার মিনিগ্রিড স্থাপন প্রভৃতি।

8.01 প্রধান কার্যক্রম

8.1। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ বিভিন্ন মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুসম উন্নয়নে মেয়াদভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উপর নির্ভরতা কমিয়ে এনে জ্বালানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কয়লা, তরল জ্বালানি, ডুয়েল-ফুয়েল, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও নিউক্লিয়ার এনার্জিভিত্তিক



চিত্র ২: বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি বহুমুখীকরণ

বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎখাতে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে নিবিড়ভাবে তদারকির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যার ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৯ সালের তুলনায় বর্তমানে ২০,০০০ মেগাওয়াটেরও অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪.২। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ২টি সংস্থা এবং ৪টি বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি বিদ্যুতের লাইন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, বিতরণ সাবস্টেশন নির্মাণ ও আধুনিকায়ন, নতুন গ্রাহক সংযোগসহ নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজ নিজ বিতরণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) রাজধানী ঢাকা শহরের উত্তরাংশে (গাজীপুরের টংগী এলাকাসহ) এবং ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) ঢাকা শহরের দক্ষিণাংশে (নারায়ণগঞ্জের শহরাঞ্চলসহ) বিদ্যুতায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) বৃহত্তর চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের আওতাধীন জেলা শহরে বিদ্যুৎ বিতরণের কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের শহরাঞ্চলে নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো) বিদ্যুৎ বিতরণ ও গ্রাহক সংযোগের কাজ পরিচালনা করছে। বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন ওয়েস্ট-জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো) বৃহত্তর ফরিদপুরসহ খুলনা ও



চিত্র ৩: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১০টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের উদ্বোধন

বরিশাল বিভাগের জেলা শহরসমূহে বিদ্যুৎ বিতরণের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ডিপিডিসি, ডেসকো, নেসকো, ওজোপাডিকো, বিউবো'র এলাকা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা বাদে সারাদেশে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো) এর আওতাধীন ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস)-র মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

৪.৩। বিশেষায়িত অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাজামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি জেলা এবং এর আওতাধীন উপজেলাসমূহে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্ব পালন করছে। বিউবো'র আওতাধীন এলাকার বাহিরের পার্বত্য অঞ্চলের দূরবর্তী পাহাড়ি দুর্গম এলাকাসমূহ যেখানে বিউবো কর্তৃক বিতরণ সিস্টেম নির্মাণ/সম্প্রসারণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল, সময় সাপেক্ষ ও নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ সে সকল এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড-এর মাধ্যমে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করে বিদ্যুতায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

8.8। সারাদেশের অবিদ্যুতায়িত দ্বীপ/চরাঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চলসমূহ বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়:

ক) বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক নিজ নিজ ভৌগোলিক এলাকার পকেটসমূহ বিদ্যুতায়নের জন্য জরুরীভিত্তিতে নিজস্ব/সরকারি/দাতা সংস্থার অর্থায়নে প্রকল্প/কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত অবিদ্যুতায়িত এলাকা (পকেট) সমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে:

- পবিবো'র ভৌগোলিক এলাকার আওতাধীন দ্বীপ ও চরাঞ্চলের অবিদ্যুতায়িত গ্রাম;
- বিউবো'র আওতাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অবিদ্যুতায়িত গ্রাহক;
- বিউবো'র আওতাধীন কুতুবদিয়া, হাতিয়া, সেন্টমার্টিন ও চরসোনারামপুর (আশুগঞ্জ) অঞ্চলের অবিদ্যুতায়িত গ্রাহক;
- ওজোপাড়িকো'র আওতাধীন ভোলার মনপুরা উপজেলার চরাঞ্চলের অবিদ্যুতায়িত গ্রাহক;
- নেসকো'র আওতাধীন রাজশাহী জেলার পবা এবং নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার অবিদ্যুতায়িত গ্রাহক;
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইডকলের আওতাধীন ২৬টি মিনিগ্রিড অঞ্চলের অবিদ্যুতায়িত গ্রাহক।



চিত্র ৪: বাগেরহাট সদর উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন

খ) যে সকল দ্বীপ/চর/পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিতরণ গ্রিড নির্মাণ/সম্প্রসারণ, রিভার ক্রসিং নির্মাণ কিংবা সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্ভব হবে না সে সকল দ্বীপ/চর/পার্বত্য অঞ্চল সোলার মিনিগ্রিড/মাইক্রোগ্রিড/ন্যানোগ্রিড বা সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

গ) দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ/চর যেমন: বিউবো'র কুতুবদিয়া, হাতিয়া, চরসোনারামপুর (আশুগঞ্জ) ও সেন্টমার্টিন দ্বীপ (পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বাদে), নেসকো'র পবা ও ডিমলা উপজেলার ১৩টি গ্রাম, ওজোপাড়িকো'র মনপুরা উপজেলার অবিদ্যুতায়িত অঞ্চল এবং পবিবো'র সারাদেশের বাকী অঞ্চলের অবিদ্যুতায়িত সকল গ্রাম বিদ্যুতায়নের জন্য প্রকল্প/কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

- ঘ) যে সকল গ্রামের বাড়ী ঘর অস্থায়ী, বর্ষাকালে গ্রামগুলি পানির নীচে থাকে ফলে বর্ষা মৌসুমে সেখানে কোন বাড়ী ঘর থাকে না কিংবা গ্রামগুলি নদী ভাঙ্গন এলাকা সে সকল গ্রাম বিদ্যুতায়নের জন্য স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ না করে portable solar system দ্বারা বিদ্যুতায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়।
- ঙ) দেশের পার্বত্য অঞ্চলসমূহ বিদ্যুতায়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে গৃহীত সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর প্রতিনিধিদের নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করা হয়।



চিত্র ৫: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সারাদেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন ঘোষণা অনুষ্ঠান

- চ) বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানির আওতায় স্থাপিত সোলার মিনিগ্রিড/মাইক্রোগ্রিড/ন্যানোগ্রিড বা সোলার হোম সিস্টেম ব্যবহারকারী গ্রাহকদের জন্য গ্রিড বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহকদের ন্যায় একই হারে ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়।
- ছ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ২০২০ সালের মধ্যে দেশের সকল এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিউবো'র আওতাধীন ৪টি দ্বীপ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বিদ্যুতায়নের কর্মপরিকল্পনা (Dated Action Plan) চূড়ান্ত করা হয়।
- জ) বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক সংস্থা প্রধানদের সাথে সভা করে শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তদারকীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে প্রতি মাসে সভা করে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

৪.৫। এর পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী মিনিগ্রিড এলাকায় গ্রাহকগণ যাতে গ্রিড এলাকার গ্রাহকের ন্যায় সমমূল্যে বিদ্যুৎ সুবিধা পায় সে বিষয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। গ্রিড বিদ্যুৎ পৌছানোর পূর্বে সমগ্র বাংলাদেশের প্রত্যন্ত চরাঞ্চল, দ্বীপাঞ্চলসহ দুর্গম এলাকার মানুষদের মাঝে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট কোম্পানি লিঃ (ইডকল)-এর আর্থিক সহযোগিতায় বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোক্তার মাধ্যমে ২৬টি মিনিগ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছে দেয়া হয় যার মোট স্থাপিত ক্ষমতা ৫.৬৫৬ মেগাওয়াট।



চিত্র ৬: মিনিগ্রিড এলাকার গ্রাহকদের জন্য গ্রিড এলাকার সমহারে বিদ্যুৎ ট্যারিফ নির্ধারণের উদ্যোগ

মিনিগ্রিডগুলি হতে নির্ধারিত ট্যারিফ এবং সময়কাল বিবেচনায় বিদ্যুৎ ক্রয় করে মিনিগ্রিড এলাকার গ্রাহকগণকে গ্রিড এলাকার গ্রাহকের ন্যায় সমমূল্যে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে উক্ত মিনিগ্রিডগুলিতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি কর্তৃক ক্রয় করার ফলে সে সকল দ্বীপ/চরের জনগণের জন্য এখন থেকে শহর অঞ্চলের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মত একই মূল্যে বিদ্যুৎ সুবিধা পাওয়ার পথ সুগম হয়েছে।

৫.০। অর্জন

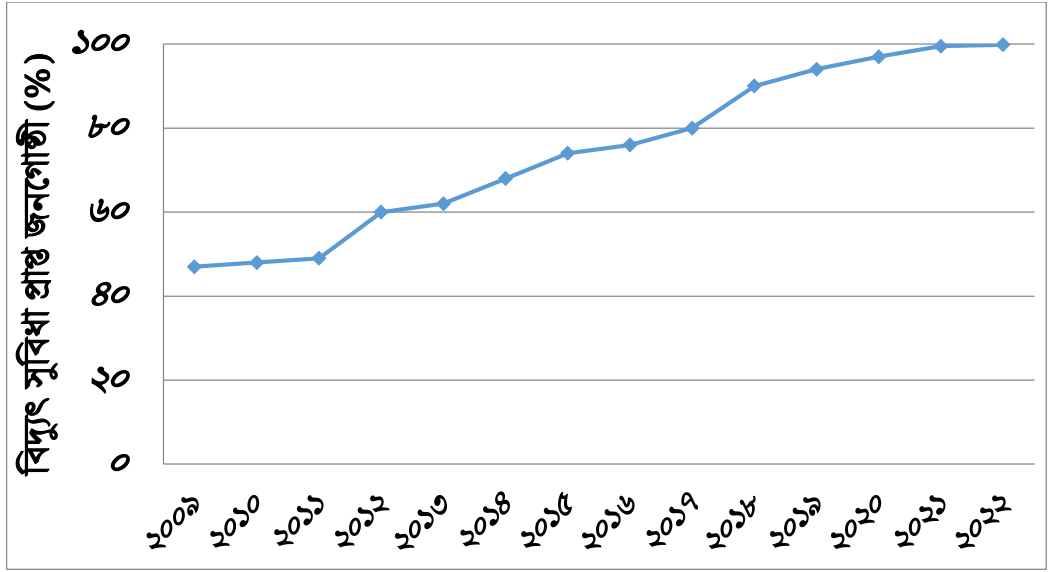
৫.১। বিদ্যুৎখাতে বিগত বার বছরে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য অর্জিত হওয়ায় ২০০৯ সাল হতে বর্তমানে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৪,৯৪২ মেগাওয়াট হতে ২৫,২৮৪ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। মোট গ্রিড উপ-কেন্দ্রের ক্ষমতা ১৫,৮৭০ এমভিএ থেকে ৫৫,৩০৭ এমভিএ-তে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এবং বিতরণ লাইনের ক্ষমতা যথাক্রমে ৮,০০০ সার্কিট-কিলোমিটার হতে ১৩,০১৭ সার্কিট-কিলোমিটার এবং ২লক্ষ ৬০ হাজার হতে ৬ লক্ষ ১৯ হাজার কিলোমিটার বিতরণ লাইন করা হয়েছে। যার ফলে গত বার বছরে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা ১ কোটি ০৮ লক্ষ হতে ৪ কোটি ১৯ লক্ষতে উন্নীত হয়েছে। ফলে ইতোমধ্যে দেশের শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২২০ কিলোওয়াট-ঘন্টা থেকে ৫৬০ কিলোওয়াট-ঘন্টায় উন্নীত হয়েছে। সারা বাংলাদেশে ৬০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপিত হয়েছে যা সারাবিশ্বে একক সোলার সিস্টেম হিসেবে সর্বোচ্চ হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সাল	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা* (মেগাওয়াট)
২০০৯	৪,৯৪২
২০১০	৫,৮২৩
২০১১	৭,২৬৪

সাল	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা* (মেগাওয়াট)
২০১২	৮,৭১৬
২০১৩	১০,২৬৪
২০১৪	১১,২৬৫
২০১৫	১২,৩৬৫
২০১৬	১৪,৫৬৫
২০১৭	১৫,৭৫৫
২০১৮	১৮,৭৫৩
২০১৯	২২,০৫১
২০২০	২৩,৫৪৮
২০২১	২৫,২৩৫
২০২২ (মার্চ মাস পর্যন্ত)	২৫,৫১৪

ছক ১: বছরভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিমাণ

৫.২। ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) রাজধানী ঢাকা শহরের উত্তরাংশে (গাজীপুরের টংগী এলাকাসহ) এবং ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) ঢাকা শহরের দক্ষিণাংশে (নারায়ণগঞ্জের শহরাঞ্চলসহ) বিদ্যুতায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত। মেট্রোপলিটন সিটি হওয়ায় এই ২টি বিদ্যুৎ বিতরণ এলাকার আওতাধীন ৩টি জেলার ৪টি সিটি কর্পোরেশন এলাকা গ্রিড বিদ্যুৎ এলাকার আওতাভুক্ত এবং শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো)-এর ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে ইতিমধ্যে ৪৬২টি উপজেলায় এর আওতাধীন এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। যার মধ্যে ২৮৮ উপজেলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলা হিসেবে ইতোপূর্বে উদ্বোধন করা হয়েছে। নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (নেসকো)-এর বিতরণ এলাকার আওতাধীন রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬টি জেলার ৩৯টি উপজেলাতেই ইতোমধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)-এর বিতরণ এলাকার আওতাধীন মোট ১১২টি উপজেলার মধ্যে সমতল এলাকার



চিত্র ৭: বছরভিত্তিক বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি

১৮টি জেলার ৮৩টি উপজেলায়ই ইতোমধ্যে গ্রিড বিদ্যুতের মাধ্যমে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)-এর বিতরণ এলাকার আওতাধীন ২১টি জেলার ৪১টি উপজেলাতেই ইতোমধ্যে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে।

৫.৩। দেশের মূল ভূখণ্ডে গ্রিড লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিতরণ করা সহজ হলেও দুর্গম দ্বীপাঞ্চল/চরাঞ্চলে বিদ্যুৎ প্রদানের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে বিশেষ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়। বিশেষ করে মেঘনা নদী বেষ্টিত আশুগঞ্জ (চরসোনারামপুর), নোয়াখালীর বিছিন্ন দ্বীপ হাতিয়া, কুতুবদিয়া মূল ভূখণ্ড থেকে বিছিন্ন হওয়ায় সেসকল এলাকায় মূল গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছানো এক কথায় অসম্ভব ছিল। এ জন্য এসকল এলাকায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা (বিউবো)-কে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়:

- সন্দ্বীপ: সন্দ্বীপ উপজেলাটি বঙ্গোপসাগরের মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত এবং সন্দ্বীপ চ্যানেল দ্বারা চট্টগ্রাম উপকূল থেকে পৃথককৃত। সন্দ্বীপের জনসংখ্যা প্রায় ৩৫০,০০০। উপজেলাটিতে পনেরোটি ওয়ার্ড, ৬২টি মহল্লা এবং ৩৪ টি গ্রাম রয়েছে। দ্বীপটি ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৫-১৫ কিলোমিটার প্রশস্ত। এটি বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পূর্ব দিকে, বন্দর নগরী চট্টগ্রামের নিকটে অবস্থিত। উক্ত এলাকায় উক্ত এলাকায় বর্তমান বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০ জন। সন্দ্বীপ উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়নের নিমিত্ত ইতোমধ্যে ৩৩ কেভি সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। বিউবো'র পিডিএসডি প্রকল্প, ফেইজ-২ এর মাধ্যমে ৪১৯৩ টি বিভিন্ন ধরনের পোল স্থাপন মাধ্যমে গ্রাহকদের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।



চিত্র ৮: ৭টি জেলা ও ২৮টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন

- চরসোনারামপুর, আশুগঞ্জ: ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জের চরসোনারামপুর এলাকাটি বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে চরএলাকায় বিতরণ লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং মেঘনা নদী পারাপারের জন্য ১১ কেভি সাবমেরিন ক্যাবল ক্রয় কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে চরসোনারামপুর গ্রামের দূরত্ব মাত্র ১ কিলোমিটার। বিদ্যুতের এত কাছে থেকেও চরসোনারামপুরবাসীর বিদ্যুৎ না পাওয়ার অপেক্ষা ৪ দশকেরও বেশি সময়ের। বিদ্যুৎ আসছে আসবে- এই আশাতেই দিন, মাস বছর। এভাবে কেটে গেছে ৪০ বছর। কিন্তু বিদ্যুতের আলোর দেখা পাননি তারা। এর মাঝেই চরসোনারামপুরকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জকে শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলা ঘোষণা করে বিদ্যুৎ বিভাগ। তবে এবার বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হওয়ার অপেক্ষার প্রহর শেষ হয়েছে চরবাসীর। মেঘনা নদীর তলদেশ দিয়ে সাবমেরিন পাওয়ার ক্যাবলের মাধ্যমে চরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ(সরবরাহ) বিভাগের দেওয়া তথ্য মতে, আশুগঞ্জ উপজেলা সদরের মেঘনা নদীর বিওসি ঘাট থেকে নদীর তলদেশ দিয়ে ১১ হাজার ভোল্ট সাবমেরিন পাওয়ার ক্যাবল এইচডিডি পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।
- হাতিয়া: হাতিয়া বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত একটি দ্বীপাঞ্চল উপজেলা। যেটি বাংলাদেশের মূল ভূখন্ড থেকে ১৭ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর এর বুকে একটি দ্বীপ। শতভাগ বিদ্যুতায়নের পর উক্ত এলাকায় বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা ৩০,০০০ জন। এর পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে হাতিয়া দ্বীপে ১৫ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি আইপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মেসার্স দেশ এনার্জি কর্তৃক উক্ত দ্বীপে ১৫ মেঃওঃ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি আইপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত পাইলিং কাজ চলমান আছে।



চিত্র ৯: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনলাইন ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন

- নিঝুমদ্বীপ: নিঝুম দ্বীপ বাংলাদেশের একটি ছোট দ্বীপ। এটি নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার অন্তর্গত। প্রায় ৯১ বর্গ কিমি আয়তনের নিঝুম দ্বীপে ৯টি গুচ্ছ গ্রাম রয়েছে। এই গুচ্ছ গ্রাম ছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোটখাটো কুপড়ি ঘর। ১৯৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী নিঝুম দ্বীপ ৩৬৯৭০.৪৫৪ হেক্টর এলাকা জুড়ে অবস্থিত। উক্ত দ্বীপে ১১ কেভি ১.৫ কি: মি: সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে হাতিয়ার সংগে সংযোগ এবং বিভিন্ন ধরনের বিতরণ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে দ্বীপটিতে বিদ্যুৎ প্রদান করা হয়েছে।
- কুতুবদিয়া: কুতুবদিয়া বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা। এটি একটি দ্বীপ, যা কুতুবদিয়া চ্যানেল দ্বারা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন। উক্ত এলাকায় উক্ত এলাকায় বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা ১২০০ জন। কুতুবদিয়া দ্বীপে ৩৩ কেভি ৫ কি: মি: সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে গ্রীড সংযোগ এবং বিভিন্ন ধরনের বিতরণ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে দ্বীপটিতে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।
- মনপুরা: ওজোপাড়িকোর আওতাধীন ভোলার মনপুরা উপজেলায় ওজোপাড়িকোর নিজস্ব জেনারেশন, ০৩টি মিনি গ্রিড ও সোলার হোম সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়।

৬.০। প্রভাব

সারাদেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবার ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যেসকল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

- শহর, গ্রাম, বন্দরভেদে দেশের সকল জনগণের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে;
- বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে দেশের মাথাপিছু জিডিপি, শিক্ষার হার, অর্থনৈতিক সূচক-এর প্রবৃদ্ধি ঘটেছে;



চিত্র ১০: ১০টি উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন ঘোষণা অনুষ্ঠান

- মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের হার ২২০ মেগাওয়াট থেকে ৫৬০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। ২০০৮ সাল পর্যন্ত যেখানে পল্লী অঞ্চলের মাত্র ২৭% জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করত সেখানে বর্তমানে দেশের শতভাগ জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে;
- পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের ফলে নতুন নতুন পোলট্রি খামার, মৎস্য খামার, ডেইরী খামার, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প, কল-কারখানা, কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প, ছোট-বড় অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে উঠছে।
- গ্রামাঞ্চলে ইতোমধ্যে প্রায় ১.৮০ লক্ষ ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা, ১৩,৫০০ টি মাঝারি শিল্প কারখানা, ৩৭৫ টি বৃহৎ শিল্প কারখানায় এবং ০৮ টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করেছে। ফলে, এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দেশের প্রায় ৫৫.৫৬ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে এবং এতে দেশে খাদ্য উৎপাদন ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়েছে। কৃষিখাত যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন শস্যের বহুমুখীকরণ সম্ভব হয়েছে। কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে সেচ নীতিমালা সহজীকরণ হয়েছে।



চিত্র ১১: পটুয়াখালীর পায়রায় সর্বাধুনিক ১৩২০ মেগাওয়াট আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন

- পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত অসহায়, গরিব, দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসার জন্য স্থাপিত প্রায় ১৪,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিকের সবগুলোতেই বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ফলে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস পাচ্ছে তথা গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া, সরকারী ও বেসরকারী ১৯৯৩টি হাসপাতালেও বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। এতে গ্রামীণ চিকিৎসা সেবা সুলভ ও সহজতর হচ্ছে।
- সারাদেশের দ্বীপাঞ্চল ও চরাঞ্চলসহ মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন দূরবর্তী অফগ্রিড এলাকার জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভবপর হয়েছে;
- গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারিত হওয়ায় সরকার কর্তৃক গ্রামে বসবাসরত জনগণের তথ্য ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৪,৫৫৪ টি ইউনিয়ন পরিষদ Digital Information Centre (DIC) স্থাপন করা হয়েছে। আরইবি কর্তৃক এই Digital Information Centre (DIC) গুলোতে বিদ্যুৎ



চিত্র ১২: বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২২’ গ্রহণ

সংযোগ প্রদানের ফলে জনগণের দোরগোড়ায় তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এতে গ্রামের জনগণের তথ্য ও সেবা প্রাপ্তি সহজ হয়েছে এবং বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমগ্র দুনিয়ার সকল কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

- এছাড়াও প্রায় ৫৬,১৭২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ২,৫১,২৮৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের কারণে কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও অন্যান্য আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুৎ সুবিধার ফলশ্রুতিতে পল্লী জনপদের ব্যাপক জনগোষ্ঠী মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে।
- প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাওয়ার ফলে সেখানকার শিক্ষার্থীরা শহরের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি, উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির যোগাযোগ মাধ্যমে (টেলিভিশন, ইন্টারনেট, মোবাইল, ইলেকট্রনিক মিডিয়া) দেশ ও বহির্বিশ্বের সকল বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া ও হালনাগাদ থাকার সুযোগের কারণে তাদের অধিকার বোধ, করণীয়, বর্জনীয় প্রভৃতি বিষয়ে অবগত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে; যার ফলে সামাজিক কুসংস্কার, গৌড়ামী, অনাচার প্রভৃতির ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। কাজেই

দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সামাজিক অবক্ষয় হ্রাসকরণ এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম ইতিবাচক প্রভাব রাখছে।

- গ্রাম-গঞ্জের অধিবাসীদের আর্থিক কর্মকাণ্ডে গতি আনয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ এবং শহরের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মধ্যে ভারসাম্য এসেছে;



চিত্র ১৩: ‘স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২২’ বিদ্যুৎ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী (প্রধানমন্ত্রী)-র নিকট হস্তান্তর

- দেশের সকল জনসাধারণকে একই মূল্যে বিদ্যুৎ প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহারের বৈষম্য হ্রাস হয়েছে;
- দেশের সর্বত্র বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রা যেমন: পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দারিদ্রতা দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে গতিশীল করেছে।

৭.০। উপসংহার

শতভাগ বিদ্যুতায়ন বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য একটি বিরাট সাফল্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং এর অধীন সব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের নিরলস পরিশ্রম ও দলগত কাজের মাধ্যমেই এই কঠিন মাইলফলক অর্জন সম্ভবপর হয়েছে। মুজিববর্ষে সফলভাবে শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার ফলে বিদ্যুৎ বিভাগ ‘স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২২’ লাভ করেছে। বিদ্যুৎ বিভাগের নিরলস কার্যক্রমের ফলে একদিকে যেমন দেশের জনগণের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে তেমনি ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎখাতের উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের “সোনার বাংলা” বিনির্মাণের লক্ষ্যে গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়ন তথা ২০৩০ সালের মধ্যে সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, আধুনিক এবং টেকসই বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়ন করে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমানে বিদ্যুৎ বিভাগ নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। বিদ্যুৎখাতের এ লক্ষ্যমাত্রার অর্জন বাংলাদেশকে ভিশন-২০৪১ অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।